

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং তার উত্তর

জেলা: জামালপুর

প্রশ্ন ১) হ্যাকার ফেসবুক আইডি হ্যাক করার পর কোন পোস্ট না করলে কিভাবে বুঝবে যে আইডিটি হ্যাকড হয়েছে ?

উত্তরঃ হ্যাকার কোন পোস্টে লাইক, কमेंট বা শেয়ার করলে তা এক্টিভিটি লগে লিপিবদ্ধ থাকে। নিয়মিত এক্টিভিটি লগ পরীক্ষা করার মাধ্যমে আইডি হ্যাকড হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব।

প্রশ্ন ২) অনলাইন ক্লাস করার সময় সাইবার ক্রাইম এর শিকার হলে কি করণীয়?

উত্তরঃ অনলাইন ক্লাসের সময় সাইবার বুলিং এর শিকার হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে জানাতে হবে। যেহেতু অনলাইন ক্লাসে সব অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় জানা থাকে তাই শিক্ষকের পক্ষে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ৩) জিমেইলে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ব্যবহার করার পর একাউন্ট কি পুরোপুরি সিকিউরড হয়?

উত্তরঃ টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ব্যবহার করার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। এখন পর্যন্ত টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনই সর্বাধিক নিরাপদ।

প্রশ্ন ৪) আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ পোস্ট করলে আমার করণীয় কী?

উত্তরঃ কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তিকর পোস্ট করলে ফেসবুকের রিপোর্ট অপশন ব্যবহার করে পোস্টটি রিপোর্ট করতে হবে।

প্রশ্ন ৫) কোন লিঙ্ক নিরাপদ কিনা কিভাবে বুঝবে?

উত্তরঃ নিরাপদ লিংক সবসময় <https> দিয়ে শুরু হয়। কোন লিংক যদি <http> দিয়ে শুরু হয় তাহলে সেটি নিরাপদ নাও হতে পারে। এছাড়াও মেসেঞ্জার/ হোয়াটস এপে লটারি/ বিকাশ এপের মাধ্যমে টাকা জেতার লিংকগুলো নিরাপদ নয়। এধরনের লিংকে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন ৬) হ্যাকার একাউন্ট ডিএক্টিভেট করে দিলে করণীয় কি?

উত্তরঃ আপনার ফেসবুক আইডি হ্যাক হওয়া মাত্রই নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে পারেন।

১. প্রথমে <http://www.facebook.com/hacked> লিঙ্কে প্রবেশ করুন।

২. এরপর “My account is compromised” বাটনে ক্লিক করুন। হ্যাক হওয়া অ্যাকাউন্টের তথ্য চাওয়া হলে সেখানে উল্লেখ করা দুটি অপশনের (ইমেইল বা ফোন নম্বর) যে কোনো একটির ইনফরমেশন দিন।

৩. প্রদত্ত তথ্য সঠিক হলে প্রকৃত অ্যাকাউন্টটি দেখাবে এবং আপনার বর্তমান অথবা পুরাতন পাসওয়ার্ড চাইবে। এখানে আপনার পুরাতন পাসওয়ার্ডটি দিয়ে কন্টিনিউ করুন।

৪. হ্যাকার যদি ইমেইল অ্যাড্রেস পরিবর্তন না করে থাকে তবে আপনার ইমেইলে রিকভারি অপশন পাঠানো হবে। এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।

৫. হ্যাকার যদি ইমেইল অ্যাড্রেস, ফোন নম্বরসহ লগইন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবর্তন করে থাকে তবে Need another way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ ক্লিক করলে ফেসবুক প্রোফাইলটি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও আইডি সরবরাহের ফর্ম পূরণের মাধ্যমে হ্যাকড অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।

সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাকিংয়ের শিকার হলে আপনি স্বশরীরেও সিআইডিআর সাইবার পুলিশ সেন্টারে গিয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন। সর্বোপরি ফেসবুক হ্যাক হলে যত দূর সম্ভব নিকটস্থ থানা পুলিশকে অবহিত করুন।

আইনগত প্রতিকারঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী হ্যাকিং একটি আমলযোগ্য অপরাধ। সুতরাং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং করেন, তা হলে সেটি হবে একটি অপরাধ এবং উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তা হলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

প্রশ্ন ৭) কিভাবে ফেসবুক আইডি খোলা যায়?

উত্তরঃ আইডি খোলার উপায়ঃ

১. প্রথমে <https://www.facebook.com/> লিঙ্কে প্রবেশ করুন।

২. এরপর Create New Account এ প্রবেশ করুন।

৩. এরপর খালি ঘরগুলো নাম, মোবাইল নম্বর, পাসওয়ার্ড, জন্ম তারিখ এবং জেন্ডার পূর্ণ করুন এবং Sign Up button এ ক্লিক করে Sin Up করুন।

৩। এরপর ফেসবুক এর মূল পেজ আসলে Settings এ গিয়ে Profile এ প্রয়োজনীয় তথ্য Add করুন।

প্রশ্ন ৮) আমরা আমাদের আইডিগুলো কিভাবে নিরাপদ রাখতে পারি ?

উত্তরঃ আইডি নিরাপদ রাখার উপায়ঃ

নাম: ফেসবুকে সব সময় আপনার আসল নাম দিবেন এবং আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট এসবে যে নাম দেয়া আছে একদম সেই নামটি ব্যবহার করবেন।

জন্মতারিখ: নামের মতন আপনার জন্মতারিখ, জাতীয় পরিচয় পত্র এবং পাসপোর্টের সাথে মিল রেখে দিবেন এবং ‘অনলি মি’ করে রাখবেন।

ছবি: সব সময় নিজের ছবি ব্যবহার করবেন। প্রোফাইল ফটোতে অবশ্যই নিজের ছবি দিবেন। যাদের নিজের ছবি ফেসবুকে দিতে সমস্যা তারা ছবির প্রাইভেসি অনলি মি করে রাখতে পারেন।

ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট: অতিরিক্ত ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট কখনো দিবেন না। দিনে প্রয়োজন হলে সর্বোচ্চ ২০ টা দিবেন। এবং রিকুয়েস্ট দেবার পরে যা পেন্ডিং থাকবে মানে আপনার রিকুয়েস্ট যা এক্সেপ্ট হবে না তা ক্যান্সেল করে দিবেন সবসময়।

ভিডিও: কখনো অন্যের ভিডিও ডাউনলোড করে আপলোড করবেন না। কোনো ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করার অপশন রয়েছে ফেসবুকে তাই ছবি শেয়ার করতে পারেন তবে ডাউনলোড করে আবার নিজের প্রোফাইলে আপলোড করা একদমই ঠিক না।

স্পামিং: স্পামিং কি এটা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। তাই স্পামিং করা থেকে বিরত থাকুন।

নম্বর ও ইমেইল: আইডিতে নম্বর এবং ইমেইল দুটাই ব্যবহার করা উচিত। এবং এগুলো যেনো ভেরিফাইড হয় সেই ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন। অবশ্যই টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু রাখবেন।

ওয়েবসাইটে লগইন: বিভিন্ন যায়গায় [ফেসবুকের](#) মাধ্যমে লগইন করা থেকে বিরত থাকুন। বিশেষ করে অটো লাইক, অটো কমেন্ট, আপনি দেখতে কার মতন, ৫০ বছর পর আপনি দেখতে কেমন হবেন ইত্যাদি জাতীয় ওয়েবসাইটে কখনও লগইন করবেন না।

প্রশ্ন ৯) ফেসবুকসহ আইডি হ্যাক হলে কী করবো ?

উত্তরঃ আপনার ফেসবুক আইডি হ্যাক হওয়া মাত্রই নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে পারেন।

১. প্রথমে <http://www.facebook.com/hacked> লিঙ্কে প্রবেশ করুন।

২. এরপর “My account is compromised” বাটনে ক্লিক করুন। হ্যাক হওয়া অ্যাকাউন্টের তথ্য চাওয়া হলে সেখানে উল্লেখ করা দুটি অপশনের (ইমেইল বা ফোন নম্বর) যে কোনো একটির ইনফরমেশন দিন।

৩. প্রদত্ত তথ্য সঠিক হলে প্রকৃত অ্যাকাউন্টটি দেখাবে এবং আপনার বর্তমান অথবা পুরাতন পাসওয়ার্ড চাইবে। এখানে আপনার পুরাতন পাসওয়ার্ডটি দিয়ে কন্টিনিউ করুন।

৪. হ্যাকার যদি ইমেইল অ্যাড্রেস পরিবর্তন না করে থাকে তবে আপনার ইমেইলে রিকভারি অপশন পাঠানো হবে। এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।

৫. হ্যাকার যদি ইমেইল অ্যাড্রেস, ফোন নম্বরসহ লগইন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবর্তন করে থাকে তবে Need another way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ ক্লিক করলে ফেসবুক প্রোফাইলটি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও আইডি সরবরাহের ফর্ম পূরণের মাধ্যমে হ্যাকড অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।

সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাকিংয়ের শিকার হলে আপনি স্বশরীরেও সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারে গিয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন। সর্বোপরি ফেসবুক হ্যাক হলে যত দূত সম্ভব নিকটস্থ থানা পুলিশকে অবহিত করুন।

আইনগত প্রতিকারঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী হ্যাকিং একটি আমলযোগ্য অপরাধ। সুতরাং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং করেন, তা হলে সেটি হবে একটি অপরাধ এবং উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তা হলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

প্রশ্ন ১০) ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকাউন্টে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত হবে কিনা?

উত্তরঃ ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকাউন্টে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে একটি অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে অন্যান্য অ্যাকাউন্ট হ্যাক হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকাউন্টে ভিন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উত্তম।

প্রশ্ন ১১) এক নম্বর দিয়ে একাধিক আইডি খোলা যাবে কিনা?

উত্তরঃ এক নম্বর দিয়ে একাধিক আইডি খোলা হলে এক আইডি হ্যাক হলে অন্য আইডিগুলোও হ্যাক হবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই এক নম্বর দিয়ে একাধিক আইডি না খোলা ভালো।

প্রশ্ন ১২) সাইবার বুলিং প্রতিরোধের উপায় কী ?

উত্তরঃ যে আইডি থেকে সাইবার বুলিং করা হচ্ছে সেই আইডিটিকে ব্লক করে রাখলে সহজেই সাইবার বুলিং প্রতিরোধ করা যাবে।

প্রশ্ন ১৩) অপরিচিত কোন বাজে মেসেজ আসলে আমাদের কি করণীয় ?

উত্তরঃ যে আইডি থেকে বাজে মেসেজ আসবে সে আইডিটা প্রথমে ব্লক করে দিতে হবে এবং বিষয়টা পরিবারকে জানাতে হবে।

প্রশ্ন ১৪) অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে বাসার ঠিকানা জানতে চায় তখন কি করব ?

উত্তরঃ যদি কেউ এইরকম বাসার আইডি জানতে চায় তবে তা দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন ১৫) অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে মেসেজ এ বাজে কথা বলে এবং হুমকি দেয় সে ক্ষেত্রে জিডি করা যাবে কিনা ?

উত্তরঃ যদি কেউ এইরকম বাজে কথা বলে এবং হুমকি দেয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই জিডি করা যাবে।